

জনতা ব্যাংক লিমিটেড  
জেনারেল ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট  
এন্টি মানিলান্ডারিং সেকশন  
প্রধান কার্যালয়  
ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৫০৮৭৩  
৯৫৫৮৩৮৬

ওয়েবসাইটঃ www.janatabank-bd.com

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তিঃ ৬৬৫/১৬

তারিখঃ ০১ মার্চ, ২০১৬  
১৮ ফাল্গুন, ১৪২২

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/  
সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক  
জনতা ব্যাংক লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়  
এরিয়া অফিস/লোকাল অফিস  
সকল কর্পোরেট শাখা/শাখা  
বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ মানিলান্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ জারীকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর ০৮-১২-২০১৫ ইং তারিখে ইস্যুকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার  
লেটার নম্বর ৪ ০৬/২০১৫ এর মাধ্যমে শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নে ছবছ উদ্ধৃত করা হলো ঃ  
উদ্ধৃত “

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট  
বাংলাদেশ ব্যাংক  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।  
ওয়েবসাইটঃ www.bb.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০৬/২০১৫

তারিখঃ ৪- ২৪ অক্টোবর, ১৪২২  
০৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নিবাহী কর্মকর্তা  
বাংলাদেশে কর্মরত সকল ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমাকারী, মানিচেঞ্জার, অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা  
স্থানান্তরকারী যে কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট  
ব্যাংকার, সিকিউরিটি কাস্টোডিয়ান, সম্পদ ব্যবস্থাপক, অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা,  
সমবায় সমিতি, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা  
প্রদানকারী, আইনজীবী, মোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট।

মানিলান্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ জারীকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়গণ,

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত মানিলান্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৫ নং আইন) গত ২৬  
নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে উক্ত তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনটি বাংলাদেশ  
গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় একই তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। জারীকৃত আইনের বিধানসমূহ পরিপালন ও সংশ্লিষ্ট সকলের  
অবগতিতে আনয়নের সুবিধার্থে আইনটি বিএফআইইউ এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা <https://www.bb.org.bd/bfiu/bfiu acts.php> ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করা যাবে।

এই আইনের নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিতকরণ ও বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনয়নের জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ প্রদান  
করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাঃ/

(দেবপ্রসাদ দেবনাথ)  
মহাব্যবস্থাপক  
ফোনঃ ৯৫৩০১১৮


”

অনুদৃত  
চলমান পাতা/২

এমতাবস্থায়, মানিলভারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ অত্র ব্যাংকের সর্বস্তরে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিপালন নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ইউনিট এর উপর্যুক্ত নির্দেশাবলী পরিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হলো। উপর্যুক্ত আইনটি পরিপালনে অবহেলা/ব্যর্থতাজনিত কারণে অত্র ব্যাংক কোমরুপ ক্ষতির সম্মুখীন হলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বর্তাবে।

উল্লেখ্য যে, সকলের সুবিধার্থে উপরে বর্ণিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের Link ছাড়াও উক্ত 'মানিলভারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫' অত্র ব্যাংকের ওয়েবসাইটের AML/CTF নামক Link এ আপলোড করা হয়েছে। উক্ত Link থেকে আইনটি প্রিন্ট নিয়ে সকল শাখা/কার্যালয়ে এএমএল সংক্রান্ত ফাইলে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

  
(মোঃ মোখলেসুর রহমান)  
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আপনাদের বিশ্বস্ত,

  
(মোঃ হোসেন উদ্দিন)  
মহাব্যবস্থাপক

অনুলিপি :

- ১। কোম্পানী সচিব, কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একান্ত সচিব, জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। চীফ এক্সিকিউটিভ, জনতা ব্যাংক লিঃ, ইউএইচ শাখাসমূহ, আবুধাবী, ইউএই।
- ৪। সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিবগণ, জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫। প্রধান নির্বাহী, জনতা ব্যাংক লিঃ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, ঢাকা।
- ৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানী এসআরএল, রোম, ইটালী।
- ৭। প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানী আইএমসি, (জেইসিআই), যুক্তরাষ্ট্র।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৬, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২/২৬ নভেম্বর, ২০১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৫ সনের ২৫ নং আইন

মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন মানিলভারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (এ৩) এর “বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ইউনিট” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৯২৫১)

মূল্য ৪ টাকা ১২.০০

- (খ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
- “(ঠ) “তদন্তকারী সংস্থা” অর্থ এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে,—
- (অ) দফা (শ) এ বর্ণিত ‘সম্পূর্ণ অপরাধ’ তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী সংস্থা:
- তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল সম্পূর্ণ অপরাধ বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক তদন্তযোগ্য তাহা বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (Criminal investigation department) কর্তৃক তদন্ত করিতে হইবে;
- (আ) সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত এক বা একাধিক তদন্তকারী সংস্থা;”;
- (গ) দফা (ভ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ভ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
- “(ভ) “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” অর্থ—
- (অ) রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী; অথবা
- (আ) রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যাহারা জমি, আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাট ইত্যাদি নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;”;
- (ঘ) দফা (শ) এর—
- (অ) উপ-দফা (১৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (১৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
- “(১৬) মানব পাচার বা কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা বা করিবার চেষ্টা;”;
- (আ) উপ-দফা (২৮) এর “বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
- ৩। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর “এই আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে” শব্দগুলি ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

৪। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর প্রাপ্তস্থিত “।” দাঁড়ি চিহ্নটির পরিবর্তে “:” কোলন চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

“তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বিবেচনায় অতিরিক্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।”;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৪) কোন সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে ধারা ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যান্য দিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সত্তা আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বিবেচনায় সত্তার মালিক, চেয়ারম্যান বা পরিচালক যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।”।

৫। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৯। অপরাধের তদন্ত ও বিচার।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ ধারা ২(ঠ) তে উল্লিখিত তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক একাধিক তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ তদন্তকারী দল, তদন্ত করিবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের লক্ষ্যে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের পাশাপাশি অন্যান্য আইনে এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) তদন্তকারী সংস্থা এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবহিত করিবে।”।

৬। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর—

- (ক) উপাস্তটিকায় উল্লিখিত “দুর্নীতি দমন কমিশনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “কর্তৃপক্ষের” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত “দুর্নীতি দমন কমিশনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (গ) উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত “কমিশনের” শব্দটির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের” শব্দগুলি এবং অতঃপর উল্লিখিত “কমিশন” শব্দটির পরিবর্তে “কর্তৃপক্ষ” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—
- “(১) তদন্তকারী সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মানিলভারিং অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি বা অপরাধলব্ধ আয় বা সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ফ্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, মানিলভারিং অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি, অপরাধলব্ধ আয়, অর্থ বা সম্পত্তি চিহ্নিত করা সম্ভব না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অন্য অর্থ বা সম্পত্তি হইতে সমমূল্যের অর্থ বা সম্পত্তি অবরুদ্ধ করা যাইবে।”;
- (খ) উপ-ধারা (২) এর “দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা” শব্দগুলির পরিবর্তে “তদন্তকারী কোন সংস্থা কর্তৃক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর—

- (ক) উপাস্তটিকায় উল্লিখিত “বাংলাদেশ ব্যাংকের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ইউনিটের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (১) এর—
- (অ) “বাংলাদেশ ব্যাংকের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ইউনিটের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (আ) দফা (ক) এর “লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি” শব্দগুলির পর “ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি” শব্দগুলি, “পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে” শব্দগুলির পর “প্রয়োজনীয়” শব্দটি, “ডাটা” শব্দটির পরিবর্তে “তথ্য-উপাত্ত” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং “ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট” শব্দগুলি ও কমার পর “তদন্তকারী সংস্থা বা” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(খ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;”;

(ঈ) দফা (গ) এর “হিসাবে জমা হইয়াছে” শব্দগুলির পর “বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং

শর্তাংশে উল্লিখিত “স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(উ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(ঙ) প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;”;

(ঊ) দফা (চ) এর “বাংলাদেশ ব্যাংকের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(এ) দফা (ছ) এর “উদ্দেশ্য পূরণকল্পে” শব্দগুলির পর “রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম তদারকিসহ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৮) এর “বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৭) এ প্রথমবার উল্লিখিত “বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট” শব্দগুলি এবং দ্বিতীয়বার উল্লিখিত “বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৃতীয়বার উল্লিখিত “বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(৭ক) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তে কোন তদন্তকারী সংস্থা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি উপযুক্ত আদালতের আদেশক্রমে অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।”।

৯। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(১) এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit) নামে একটি পৃথক কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকিবে, যাহার—

- (ক) একটি পৃথক সীল মোহর ও লেটার হেড প্যাড থাকিবে;
- (খ) একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় বাংলাদেশ ব্যাংকে অবস্থিত হইবে;
- (গ) কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় অফিসস্থান, লোকবল, তহবিল, প্রশাসনিক সুবিধাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সরবরাহ করিবে;
- (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদার একজন সার্বক্ষণিক প্রধান কর্মকর্তা থাকিবে, যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত শর্তে সরকার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক বা অন্যবিধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন;
- (ঙ) প্রধান কর্মকর্তা যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়ে গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন;
- (চ) প্রধান কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;
- (ছ) প্রধান কর্মকর্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উহাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়ন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি সরকার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হইতে প্রেষণে বা অন্যবিধভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং
- (জ) প্রধান কর্মকর্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে উহাতে চুক্তিভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগ করা যাইবে।”;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা প্রয়োজন মোতাবেক স্ব-উদ্যোগে সরকারি অন্য কোন সংস্থাকে সরবরাহ করিতে পারিবে।”।



১০। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) “দায়-দায়িত্ব” শব্দগুলির পরিবর্তে “দায়-দায়িত্বসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (খ) এর “হিসাবের” শব্দটির পূর্বে “হিসাব ও” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (গ) এর “বাংলাদেশ ব্যাংকের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস ইউনিটের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঈ) দফা (ঘ) এর “বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস ইউনিটে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত “বাংলাদেশ ব্যাংক” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস ইউনিট বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিদ্যমান তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালন নিশ্চিত করিবে এবং উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ব্যর্থতার দায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উপরও বর্তাইবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধানসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিধান লংঘন করিলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে গৃহীত ব্যবস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস ইউনিটকে অবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের তদারকি কার্যক্রম বা অন্য কোনভাবে এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হইলে বা চিহ্নিত করিলে অবিলম্বে তাহা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস ইউনিটকে অবহিত করিবে।”।

১১। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর “বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা ইহার” শব্দগুলি এবং “দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “তদন্তকারী সংস্থা বা ইহার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) মানিলভারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৫ (অধ্যাদেশ নং ২, ২০১৫) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ আশরাফুল মকবুল  
সিনিয়র সচিব।